দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩...

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে

রাশেদা কে চৌধুর

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদে
আবাসিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে প্রত্য
এলাকার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ার সুযো
পায়। পাশাপাশি আদিবাসীদের ঐতিহ্য রক্ষা
দেশের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী সাংস্কৃতি
ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রাথমিক ও
গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এ কথ
বলেছেন। শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে
বাংলাদেশ আদিবাসী (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

রাশেদা কে চৌধুরী

(১৬শ পৃঃ পর)

ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথ
বলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে
আদিবাসী প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন,
তারা পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই
আদিবাসীদের ভূমি বেদখল বন্ধ কর-ইত্যাদি
দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করছিলেন।

১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসং
সাধারণ পরিষদে প্রতিবছর ৯ আগ
আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের সিদ্ধা
হয়। এবারের আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য
'আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজি
অধিকার'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পার্বত
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও
আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরি
বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা), আদিবাসী
নেতা সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি
সভাপতি রাশেদ খান মেনন, হিল উইমে
ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি চৈতালী ত্রিপুরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজবাহ কামা
প্রমুখ।

সন্তু লারমা বলেন,'আদিবাসীরা বরাবর
উপেক্ষিত। নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক
সাংস্কৃতিক অধিকার তাদের সংগ্রামের মাধ্যমে
আদায় করতে হবে। এখনো আদিবাসীর
ভূমিহীন হচ্ছে। তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠা
আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অসাম্প্রদায়িক
গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শাসন প্রতিষ্ঠা
আন্দোলনে একাত্ম হওয়ার আহবান জানান।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির, সভাপতি
রাশেদ খান মেনন বলেন, আদিবাসীদে
সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এর মাধ্যমে
তারা নিজেদের অধিকার আদায় করতে
পারবে।

অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন
বাংলাদেশে এখনো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আদিবাসী
দিবস পালন করা হচ্ছে না। আমরা এই
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে
করিয়ে দিতে চাই, এদেশে বহু ভাষা, ধর্ম
বর্ণের মানুষ বাস করে।

হিল উইমেন ফেডারেশনের সাবেক
সভাপতি চৈত্রালী ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসীদে
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এদেশের শোষকদের কাছ
থেকেই আদায় করে নিতে হবে। এজন্য প্রতিটি
আদিবাসীকে সচেতন হতে হবে।